



কুফরী একটি গুরুতর অপরাধ
আর কাফির কখনো নিরপরাধ নয়



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

"কুফরী একটি গুরুতর অপরাধ" আর কাফির কখনো নির্দোশ বা অপরাধমুক্ত নয়

আজকে প্রায়ই পেপার, মিডিয়া, এমনকি মুসলিম নামধারী কিছু লোকদের মুখে কাফিরদেরকে নিরপরাধ বলে শোনা যায়। আসলে কি তা সঠিক না কি সত্যকে ঢেকে রাখার চক্রান্ত?

আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ [٥:٤٩]

অর্থঃ আর আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে তুমি তাদের মাঝে ফায়সালা করবে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া বিধান আনুযায়ী, তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করবে না এবং সতর্ক থাকবে তারা যেন তোমার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে তার একটা অংশের ব্যাপারেও তোমাকেই ফেতনার মধ্যে ফেলতে না পারে। এরপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহ চায় যে , তাদের কিছু কিছু পাপের কারনে তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকরাও করবেন, এব্ং অবশ্যই অধিকাংশ মানুষ ফাসেক (মুনাফিক)। (মায়েদা৫:৪৯)

সুতরাং ফায়সালা হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া বিধান আনুযায়ী এবং এ ব্যাপারে কারো খেয়াল খুশির অনুসরন করা হবে না।

আল্লাহর বিধানে অপরাধী মুসলিমদের, ফায়সালা সম্পর্কে আলোচনা করেই কাফির-মুশরিকদের ব্যাপারে মহাবিচারক আল্লাহর ফায়সালা কি তা আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ..

➢ **অপরাধী মুসলিমদের ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালাঃ**

একজন মুসলিম বিবাহিত পুরূষ, যেনা করলে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী তার ফায়সালা হচ্ছে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা। যদিও ব্যাক্তি মুসলিম। এ হচ্ছে তার দুনিয়ার শাস্তি, আর তার অন্তরের অবস্থা আল্লাহ ভাল জানেন পরকালীন ফায়সালা তিনি করবেন।

একজন মুসলিম, চুরি করলে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী তার ফায়সালা হচ্ছে, হাত কেটে দেয়া। যদিও সে মুসলিম।

একজন অবিবাহিত মুসলিম, যেনা করলে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী তার ফায়সালা হচ্ছে-

আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [٢٤:٢]

অর্থঃ (অবিবাহিত) ব্যাভিচারিণী ও ব্যাভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরী করণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; আর মু,মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা নূর ২৪:২)

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে অপরাধীর প্রতি দয়া দেখানো যাবে না। যদি অপরাধীর প্রতি দয়া দেখিয়ে আল্লাহর বিধান কার্যকরী করা থেকে বিরত থাকেন তবে ঈমানের দাবী টিকবে না।

তাহলে একজন কফির বা মুশরিক যে তার প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে অস্বীকার করে, তার ইবাদত করে না, তার আদেশ নিষেধ মেনে চলে না, মালিকের অবাধ্যতায় সদা ব্যস্ত অথচ সে তার মালিকের নিয়ামত (অক্সিজেন, খাদ্য, পানি, পোষাক, আরাম আয়েশের উপকরণ, চক্ষু, জ্বিহবা আরো অনেক কিছু) দিনে, রাতে, প্রতি মুহুর্তে ভোগ করতেছে এরপরও শুধু অস্বীকার করেই থেমে নেই আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা, যারা এক আল্লাহর ইবাদত করছে তাদেরকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়া, তিরস্কার করা, জেল, জুলুম আরো অনেক কিছু করে, এসব কাফির যাদেরকে আল্লাহ তার শত্রু বলে ঘোষণা করেছেন তাদের ফায়সালা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী কত কঠিন হওয়া দরকার?

- **কাফির-মুশরিকদের ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালা হচ্ছে,**

আল্লাহ তায়ালা তার ঈমানদার বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তাদেরকে হত্যা করার জন্য। তবে তারা যদি সত্য দ্বীন (ইসলাম) গ্রহণ করে বা জিযিয়া দিতে স্বীকৃত হয় তবে তারা হত্যাকৃত হওয়া থেকে বেঁচে যাবে।

আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

অর্থঃ যে সব আহলে কিতাব আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেনা এবং পরকাল দিবসের প্রতিও না, আর ঐ বস্তুগুলোকে হারাম মনে করে না যেগুলোকে আল্লাহ ও তার রাসূল হারাম বলেছেন আর সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, তাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক যে পর্যন্ত না তারা অপমানের সাথে নিজ হাতে জিযিয়া দেয়। (তাওবাহ ৯:২৯)

➢ আর এই ক্বীতাল পরিচালনা করা আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য ফরজ করে দিয়েছেন..

আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [٢:٢١٦]

অর্থঃ তোমদের উপর ক্বীতাল কে ফরয করা হল এবং এটা তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর; বস্তুতঃ তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছো যা তোমাদের পক্ষে বাস্তাবিকই মঙ্গলজনক, পক্ষান্তরে তোমরা এমন বিষয়কে পছন্দ করছো যা তোমদের জন্য বাস্তবিকই অনিষ্টকর এবং আল্লাহই অবগত আর তোমরা অবগত নও। (বাকারাহ২:২১৬)

➢ রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ:

রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবাদেরকে যে দ্বীন শিখিয়েছেন তার আলোকে কাফির মুশরিকরা আল্লাহর জমীনে থাকতে হলে তাদেরকে তিন অবস্থার যে কোন একটি অবস্থা গ্রহণ করতে হবে-

১. ইসলাম গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় ২.জিযিয়া কর দিয়ে থাকতে হবে, অন্যথায় ৩. তাদের বিরূদ্ধে ক্বীতাল পরিচালনা করা হবে। (সহীহ আবূ দাউদ باب فى دعاء المشركين)

সূরা তাওবাহ (৯:২৯) এর থেকেও একই ফায়সালা পাওয়া যায় যা পুর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর মুসলিমদের উপর ক্বীতাল ফরয, কাফির-মুশরিকরা অপরাধমুক্ত নয় বরং তারা অপরাধী তাদের বিরূদ্ধে ক্বীতাল পরিচালনা করার ব্যপারে কোন দয়া দেখানো যাবে না। অন্যথায় ঈমানের দাবী টিকবে না।

আল্লাহর বিধান কার্যকরী করণে অপরাধীর প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও (২৪:২)

➢ ঈমানদাররা কতক্ষন পর্যন্ত ক্বীতাল পরিচালনা করবে:
আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

অর্থঃ ফেতনা-ফাসাদ দূরীভূত হয়ে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ (ক্বীতাল) কর; অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়, তবে অত্যাচারীদের উপর ব্যতিত বাড়াবাড়ি নেই। (বাকারা২:১৯৩)

➢ **আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তো তার দুশমন (কাফির-মুশরিক) দের থেকে নিজেই প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখেন তাহলে তিনি ঈমানদারদেরকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছেন কেন?**

এব্যাপারে আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ

অর্থঃ অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মিলিত হও তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে তখন তাদেরকে কষে বাধঁবে, অতঃপর হয় অনুকম্পা; নয়ত মুক্তিপন। (তোমরা জিহাদ চালাবে) যতক্ষণ না তারা যুদ্ধে অস্ত্র নামিয়ে ফেলে। এটাই বিধান। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন তাহলে তাদের থেকে প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা রাখেন। কিন্ত এ বিধান তিনি এ জন্য দিলেন যাতে তিনি তোমাদের এককে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে পারেন। আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করেন না। (মুহাম্মাদ৪৭:৪)

আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের হাতে কাফির-মুশরিকদের শাস্তি দিতে চান...

এব্যাপারে আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ

অর্থঃ তোমরা তাদেরকে হত্যা কর আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি প্রদান করবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের উপর সাহায্য করবেন এবং মু,মিনদের অন্তরসমূহকে প্রশান্ত ও শীতল করবেন। (তাওবা৯:১৪)

- **আল্লাহ ও তার রসূল উভয়্ই এই মুশরিকদের হতে নিঃসর্ম্পক:**

যে দিন সূরা তাওবাহ নাযিল হয়েছে এবং হযরত আলী হজ্জে আকবারের দিনে জনসম্মুখে এই সূরার ৪০ টি আয়াত তিলাওয়াত করে শুনিয়ে দিয়েছেন এর পর থেকে কাফির মুশরিকদের সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক নেই।

এব্যাপারে আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۙ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

অর্থঃ আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে হজ্জে আকবারের দিনে জনগণের সামনে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ ও তার রাসূল উভয়্ই এই মুশরিকদের হতে নিঃসর্ম্পক হচ্ছেন; তবে যদি তোমরা তাওবা করে নাও তাহলে তা তোমাদের জন্য উত্তম, আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনেরেখ যে তোমরা আল্লাহ কে পরাভূত করতে পারবে না, আর এই কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। (সুরা তাওবা ৯:৩)

- **কাফির মুশরিকদের যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই তাদেরকে হত্যা করা হবে তবে সত্যদ্বীন ইসলামকে গ্রহণ করলে তবেই তাদের পথকে ছেড়ে দেয়া হবে।ঃ**

আল কুরআনের শেষের দিকে নাযিল হওয়া সূরা সমূহের মধ্যে সূরা তাওবা একটি এর আয়াত সমূহ আল্লাহর পক্ষথেকে দেয়া চূড়ান্ত পর্যায়ের বিধান। কাফির মুশরিকদের যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই তাদেরকে হত্যা করা হবে তবে সত্যদ্বীন ইসলামকে গ্রহণ করলে তবেই তাদের পথকে ছেড়ে দেয়া হবে।

এব্যাপারে আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থঃ অতঃপর, যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যায় তখন ঐ মুশরিকদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর, তাদেরকে গ্রেফতার কর, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং প্রত্যেক ঘাঁটিস্থলে তাদের সন্ধানে অবস্থান কর, অতঃপর যদি তারা তাওবা করে নেয়, নামায আদায় করে এবং যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (তাওবা৯:৫)

- **কাফির মুশরিকদের মধ্যে কেউ যদি রক্তের সম্পর্কের হয়ঃ**

সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [٩:٢٣]

অর্থঃ হে মু,মিনগণ! তোমরা নিজেদের পিতৃদের ও ভ্রাতাদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করোনা যদি তারা ঈমানের পরিবর্তে কুফরীকে বেশী ভালবাসে, তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তাদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহন করবে তারাই জালিম।(তাওবা৯:২৩)

- **কাফির-মুশরিকরা শক্তি সামর্থের অধিকারী হলে এরাই মুসলিমদেরকে হত্যা করবেঃ**

এই কাফির-মুশরিদেরকে এত হালকা ভাবে নিলে হবে না, এরা শক্তি সামর্থের অধিকারী হলে এরা হয়ে যাবে নেকড়ে বাঘ-

এব্যাপারে আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ

অর্থঃ তাদের অঙ্গীকারের কি মূল্য? অথচ অবস্থা এই যে, যদি তারা তোমাদের উপর বিজয় লাভ করে, তবে তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্কের দিকেও খেয়াল করবে না এবং অঙ্গীকারেরও না, তারা তোমাদেরকে নিজেদের মুখের কথায় সন্তুষ্ট করছে কিন্ত তাদের অন্তরসমূহ অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশ লোকই ফাসেক। (তাওবা৯:৮)

আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আরও বলেন,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [٢:٢١٧]

অর্থঃ তারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাস, তার মধ্যে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে, তুমি বলঃ এর মধ্যে যুদ্ধ করা অতীব অন্যায়, আর আল্লাহর পথ ও পবিত্র মসজিদ হতে প্রতিরোধ করা এবং ***কুফরী করা*** ও তার মধ্যে হতে তার অধিবাসীদেরকে বহিস্কৃত করা ***আল্লাহর নিকট গুরুতর অপরাধ*** এবং হত্যা অপেক্ষা ফেতনা-ফাসাদ (কুফর ও শিরক) গুরুতর এবং **যদি তারা (কাফের-মুশরিকরা) সামর্থ্যবান হয়, তবে তারাই তোমাদেরকে হত্যা করবে** আর **তোমদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে না ফেরানো পর্যন্ত তারা নিবৃত হবে না,**

আর তোমাদের মধ্যকার কেউ যদি স্বধর্ম (ইসলাম) হতে ফিরে যায় এবং ঐ কাফের অবস্থাতেই তার মৃত্যু ঘটে, তাহলে তার ইহকাল পরকালের সমস্ত কর্মই নিস্ফল হয়ে যাবে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী এবং তারই মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। (বাকারা২:২১৭)

- **কাফির-মুশরিক বনাম মুসলিম উম্মাহ ও তাদের করণীয়ঃ**

আজকে যারা কাফির-মুশরিকদের জন্য দরদ দেখিয়ে জিহাদ (ক্বীতাল) কে ছেড়ে দিতে বলে বা যারা জিহাদ (ক্বীতাল) করছে তাদেরকে বিভিন্ন কথা বলে দমিয়ে রাখতে চায় তারা জেনে রাখুক এই দুশমনেরা সামর্থ্যবান হলে এরাই মুসলিমদেকে হত্যা করবে এমনকি মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীন থেকে না ফেরানো পর্যন্ত নিবৃত হবে না। পরিণামে মুসলিম তাদের দ্বীন হারালে **চিরকাল জাহান্নামে থাকতে** হবে।

এখন গোটা পৃথিবীতে মুসলিমরা নির্যাতিত, প্রতিদিন শত শত মুসলিম কাফিরদের দ্বারা নিহত হচ্ছে, কারণ কাফিরেরা আজ শক্তি সামর্থ্যবান হয়েছে আর মুসলিরা তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত জিহাদকে বর্জন করে শক্তি সামর্থ্য অর্জন করা থেকে বিরত রয়েছে।

এখন আমরা আর চাইনা যে কাফির মুশরিকরা সামর্থ্যবান হয়ে মুসলিমদেরকে হত্যা করুক, বরং আমরা কাফির মুশরিকদের শক্তি সামর্থ অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাড়াবো, আমরা কাফির মুশরিকদের হত্যা করে জান্নাত পওয়ার প্রতিযোগিতা করব।

- **কাফির-মুশরিকদেকে হত্যা করা একটি ফযিলতর্পূন কাজ-**

আবূ হুরাইরা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লহু আলইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোন কাফির ও তার হত্যাকারী (মুসলিম) কখনও জাহান্নামে একত্র হবে না। (সহীহ আবূ দাউদ ।باب فى فضل من قتل كافرا)

এ হাদিস থেকে স্পষ্ট যে কাফিরকে হত্যাকারী মুসলিম জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাবে।

- **কাফিরদের প্রতি কঠোরতাই রসূল সল্লাল্লহু আলইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবাদের আদর্শ-**

এব্যাপারে আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا [٤٨:٢٩]

অর্থঃ মুহাম্মাদ (সল্লাল্লহু আলইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রসূল; আর যারা তার সাথে আছে তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং নিজেদের (ঈমানদারদের) মধ্যে পরস্পরে সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের মুখমন্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরুপই এবং ইনজীলেও। তাদের দৃষ্টান্ত চারা গাছ যা অঙ্কুরিত হয় পরে কান্ডের উপর দাড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীকে আনন্দিত করে। এভাবে (আল্লাহ মু,মিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা) কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও নেক কর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। (সূরা ফাতাহ ৪৮:২৯)

রসূল সল্লাল্লহু আলইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবারা কাফিরদের বিরুদ্ধে কঠোর, যারা সুন্নাহ প্রেমী তারা জেনে রাখুন,

`কাফিরদেরপ্রতি কঠোরতা`

এই হল রসূল সল্লাল্লহু আলইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবাদের সুন্নাহ।

- **কাফির-মুশরিকদের নিরপরাধ বলাই একটি অপরাধঃ**

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কাফির ও মুশরিকদের ব্যাপারে বলেছেন, কুফরী করা আল্লাহর নিকট গুরুতর অপরাধ এবং তাদের জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নামের ঘোষণা দিয়েছেন সুতরাং কাফির ও মুশরিকদের নিরপরাধ বা নির্দোষ বলা মানে আল্লাহর কিতাবের(বাকারা২:২১৭ যা পুর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) **বিরুদ্ধে কথা বলা।**

কাফির ও মুশরিকদেরকে যারা নিরপরাধ বা নির্দোষ বলেন তারা সতর্কতা অবলম্বন করুন।

- **যারা কাফির ও মুশরিকদের নিরপরাধ বা নির্দোষ বলে এরা চায় আল্লাহর দুশমনদের রক্তকে নিরাপত্তা দিতে যাতে তারা আরো শক্তি সামর্থ্য অর্জন করে মুসলিমদের রক্ত ঝরাতে পারেঃ**

শুকর ও কুকুরের মত কাফির ও মুশরিকদের রক্তের কোন মুল্য নেই। আজকে যারা কাফির ও মুশরিকদের নিরপরাধ, নির্দোষ বলে, এদের একটু রক্ত ঝরলে কান্নায় মেতে উঠে অথচ বিভিন্ন দেশে মুসলিমদের রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে তার জন্য তাদের কোন পদক্ষেপ নেই, এরা আসলে কাফিরদের জন্য দরদী; ঈমানদারদের জন্য কঠোর, যা রসূল সল্লাল্লহু আলইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর বিপরীত, এরা আর যাই হোক রসূল সল্লাল্লহু আলইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবাদের সুন্নাহর অনুসারী নয়। এরা চায় আল্লাহর দুশমনদের রক্তকে নিরাপত্তা দিতে যাতে তারা আরো শক্তি সামর্থ্য অর্জন করে মুসলিমদের রক্ত ঝরাতে পারে। এসব জাহেল ব্যক্তি হোক না সে নামে মুসলিম এদের ব্যাপারে সর্তকতা অবলম্বন করুন। **কুফরী করা আল্লাহর নিকট গুরুতর অপরাধ**(বাকারা২:২১৭ যা পুর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) **এ সত্যটাকে এরা ঢেকে রাখতে চায়।**

আল্লাহ আমাদের সকলকে তার পক্ষ থেকে দেয়া হিদায়াত গ্রন্থ অনুসারে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন............

হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও প্রার্থনা শ্রবণকারী।

দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর বান্দা ও তার রসূল মুহাম্মাদ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি। আল্লাহ তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমীন............

সমস্ত প্রশংসা অংশিদারমুক্ত এক আল্লাহ,র জন্য, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন কল্যাণ ও অকল্যান দাতা নেই তার কাছেই আমি তাওবাহ ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

লেখক: হুজাইফা

https://sahabaderdeen.wordpress.com